কথা এবং কাজ

রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভুলে যাবার রোগ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। নির্বাচনের আগে তারা যে কথা বলেন, নির্বাচনের পরে সেটা ভুলে যান। ভুলে যান নিজেদের স্বার্থেই। নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রধানসহ সবারই প্রতিশ্রুতি ছিল সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়া।

সঙ্গত কারণে মানুষ মনে করেছিল, আওয়ামী লীগ যে ভুলগুলো করেছিলো বিএনপি তা করবে না। খালেদা জিয়াও জোর দিয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বারবার। দলীয় নেতা-কর্মীদের বলেছিলেন, সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে। জনগণ মনে করেছিল, খালেদা জিয়া হয়তো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মতো ভুল করবেন না কিংবা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। ক্ষমতায় আসার পর খালেদা জিয়াসহ দলীয় মন্ত্রীরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমতের রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আমরা এখানে কয়েকজন নেতার বক্তব্য তুলে ধরেছি...

১০ অক্টোবর, ২০০১ বুধবার বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নাজুক অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি উৎখাত করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমার প্রথম কাজ।'

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জেষ্ঠ্য পুত্র বিএনপির ১ নং যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'মানুষ খুব আশা করে বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন। বিএনপি মানুষের আশা পূরণ করবে।' (১১ অক্টোবর ২০০১, ইত্তেফাক)

সরকারি দলের মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া ১৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিএনপি অথবা যে দলেরই হোক, কেউ আইন নিজের হাতে নিতে পারবে না। সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের গ্রেপ্তারের নোটিশ দেয়া আছে। সন্ত্রাস দূর হবেই হবে। কাউকে সন্ত্রাস করতে দেয়া হবে না।' (১৮ অক্টোবর, ২০০১, প্রথম আলো)

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের ব্যাপারে এক বিবৃতিতে বলেন, 'আওয়ামী লীগের ৫ বছর শাসনামলে বিএনপির শত শত নেতা-কর্মীকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে, হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে পঙ্গু করেছে, লাখ লাখ মানুষকে বাড়িঘর ছাড়া করেছে। তাদের নৃশংসতা, হিংস্রতা এবং সীমাহীন লুণ্ঠনের জন্য নির্বাচনে শোচনীয় ভরাডুবি ঘটেছে। বিএনপি তথা চারদলীয় সরকার গঠনের পর আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' (২১ অক্টোবর, ২০০১, ইত্তেফাক)

মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ১৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখে সাইফুর রহমান প্রথম মৌলভীবাজার আসেন। তিনি দুপুরে মৌলভীবাজার সার্কিট হাউজে রাজনৈতিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের এক সভায় বলেন, 'আওয়ামী লীগ এই দেশকে মনে করেছিল তাদের জমিদারি। সন্ত্রাসী গডফাদার দিয়ে দেশের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে রাখতে চেয়েছিল। জয়নাল হাজারী, আওরঙ্গ, শামীম ওসমানের মতো সন্ত্রাসীদের জমিদার নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে দেশ শাসন করতে চেয়েছিল। ফলে নির্বাচনে তাদের বিপর্যয় অবিশ্বাস্য। দেশের মানুষ দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে... আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসের বদলে বিএনপির সন্ত্রাস বরদাশত করা হবে না.. এই রকম দলের শাসন যেন পুনরায় দেশের মানুষের ওপর চেপে না বসে, সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।' (১৫ অক্টোবর, ২০০১, ইত্তেফাক)

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী ১৩ অক্টোবর রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন, 'সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধি। সন্ত্রাসীদের একটি বড় অংশ সব সময়ই ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের প্রশ্রয়ে লালিত হয়। সন্ত্রাসীদের খুঁটির জোর এই নেতারা। সন্ত্রাস দমনে এ খুঁটি ধরে টান দেয়া হবে। আমরা সন্ত্রাসমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গঠন করতে চাই।'

সাপ্তাহিক ২০০০ ২৬ অক্টোবর, ২০০১ তারিখের সংখ্যায় আলতাফ হোসেন চৌধুরী তার সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'মানুষ তো আমাদের ভোট দেয়নি, এটা ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায়। বিএনপি সন্ত্রাসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পরিবর্তে সবাই মিলে সৌহার্দ্যের সঙ্গে দেশের উন্নয়নের কথা বলেছিল, এ বিষয়গুলো জনগণ ভালোভাবে নিয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণেই বিএনপির বিজয় এতোটা বড় হয়ে উঠেছে।'

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, 'সাধারণ মানুষ আজ সন্ত্রাস থেকে মুক্তি পেতে চায়।' (১৭ অক্টোবর, ২০০১, প্রথম আলো)

১৪ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে কুমিল্লার হোমনা এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এম কে আনোয়ার বলেন, '১ অক্টোবরের নির্বাচনে জনগণ গত পাঁচ বছরে দেশব্যাপী সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তাই বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের প্রধান দায়িত্ব হলো একটি সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।'

৮ অক্টোবর সোমবার ঢাকা-৬ আসনে নির্বাচিত এমপি এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী মির্জা আব্বাস জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাতের সময় বলেন, 'আগামী দিনে আমার প্রধান কাজ হবে সন্ত্রাস নির্মূল। কারণ আওয়ামী লীগের ৫ বছরের সন্ত্রাস ও দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে এলাকাবাসী আমাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আমরা তার সৈনিক হিসেবে এই জেহাদে কামিয়াব হবো।' (৯ অক্টোবর, ২০০১, ইত্তেফাক)

১৮ অক্টোবর, ২০০১ চট্টগ্রাম পুরাতন স্টেশন চত্বরে বৃহস্পতিবার মহানগর ও উত্তর জেলা বিএনপিসহ চারদলীয় জোটের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা সভায় প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ বিগত সরকারের ৫ বছরের আজাব হতে নিস্তার পেয়েছে। ১ অক্টোবর ফলাফলের মাধ্যমে জনগণের শান্তি পাওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।' (১৯ অক্টোবর, ২০০১ ইত্তেফাক)

সরকারের মাত্র কয়েকজন নেতার মন্তব্য তুলে ধরলাম। নির্বাচনের পর বিএনপির নেতারাও স্বীকার করেছিলেন- বিএনপি নয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণ রায় দিয়েছে। মাত্র তিন বছরের মাথায় বিএনপি তথা চারদলীয় জোট সরকারের অবস্থা কি? যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে খালেদা জিয়ার

সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, সেই সন্ত্রাস আজ জনগণের জীবনে প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব, চিতাসহ নানা রকম স্পেশাল বাহিনী নামিয়েও সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না সরকার। বিএনপি ও ছাত্রদল নেতারা টেন্ডার, চাঁদাবাজি আর আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত। বিগত সরকারের আমলে কয়েকজন গডফাদার তৈরি হয়েছিল। এখন থানায় থানায় বিএনপি ও ছাত্রদল নেতারা গডফাদার হয়ে গেছেন। দেশে একের পর এক বোমা হামলা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মানবাধিকার পরিস্থিতির অস্বাভাবিক অবনতি, পুলিশের আস্ফালন সব বেড়েছে। জনগণের প্রত্যাশা শুরুতেই অস্ত গেছে সরকারি দলের ক্ষমতার জোয়ারে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসীরা বলেছেন গডফাদারের নাম। যারা প্রত্যেকেই সরকারি দল বা জোটের সদস্য। বিএনপি নেতা জামাল উদ্দিনের কি হলো, সে জীবিত না মৃত সরকার তা জামালউদ্দিনের পরিবারকে জানাতে পারলো না। দ্রব্যমূল্য প্রথম থেকেই জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বেকারত্ব বাড়ছে। অর্থনীতির অবস্থা আর উন্নয়ন মন্ত্রীদের মুখে ভালো কাজে নয়, দেশ এখন বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ নির্ভর। এতো খারাপ খবর গত তিন বছরে জনগণ পেয়েছে, তারা আর অবাক হয় না। খালেদা জিয়ারা ক্ষমতায় গিয়ে ভুলে যান, তাদের ক্ষমতা পাবার মূল চাবিকাঠি জনগণকে। পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগের মতো তাদেরও প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ কথা হয়তো তাদের এখনও বোধদয় হয়নি। কারণ নির্বাচনের আগে ও পরের খালেদা জিয়ার সব প্রতিশ্রুতিই হারিয়ে যাচ্ছে 'হাওয়ায়'। হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার বিষয়টি হয়তো জোট সরকার এবং তার নেতৃবৃন্দ বুঝতে চাইছে না।

বদরুদ্দোজা বাবু